বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মাননীয় স্পীকার,

আপনার সদয় অনুমতিক্রমে আমি এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের বাজেট পেশ করছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতি, পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মাধ্যমে স্বনির্ভর ও উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রবক্তা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর অগ্রযাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শকে অনুসরণ করে বিগত কয়েকটি বছর আমরা সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী নেতৃত্বের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন এ সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টায় আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে ও প্রেরণা দিয়েছে।

জনাব স্পীকার,

২। বর্তমান জোট সরকার কর্তৃক প্রণীত ২০০২-০৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম "আমাদের রাজনীতি যেমন জনগণের জন্য, এই বাজেটেও তেমনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি। যে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিম্নে সে দেশের সংগ্রাম হবে দারিদ্র্য নিরসনের, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি ফোটাবার, অর্থনৈতিক মুক্তির।" এবারের বাজেট নিয়ে এগার বার এই মহান সংসদে, আমার প্রতিটি বাজেট বক্তৃতায় আমাদের সরকারের এই সংগ্রামের অঙ্গীকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ অঙ্গীকার অনুপ্রাণিত করেছে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণকে নিবেদিত চিত্তে নিজেদের ভাগ্য এবং একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার প্রচেষ্টায়।

মাননীয় স্পীকার,

৩। জাতি হিসেবে আমাদের গর্ব করার মত অনেক অর্জন রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বব্যাপী

সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। আমি এই সাফল্যের মাত্র কয়েকটি উদাহরণ আপনার মাধ্যমে মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই ঃ

- সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথা প্রচলন করে আমরা বিশ্বের দরবারে উদাহরণ সৃষ্টি করেছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অব্যাহতভাবে তিনটি নির্বাচন সম্পন্ন করে আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সুসংহত করেছি।

- অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে আমরা প্রায় ৫.৫ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। গত অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির কারণে চূড়ান্ত হিসাবে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.২৭ শতাংশ - যা এযাবতকাল পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হারের মধ্যে সর্বোচ্চ। একই সঙ্গে আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করেছি।

- নব্বই দশকের প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আয়-দারিদ্র্য (Income Poverty) যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী ২০০০ থেকে ২০০5 সাল পর্যন্ত আয়-দারিদ্র্য হ্রাসের হার পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসছেন।

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে মানব-দারিদ্র্য হ্রাসে (Human Poverty) আমাদের সাফল্য অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

- গড় আয়ু বৃদ্ধি, পুষ্টিমান বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণ এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে Millennium Development Goals-এর দু'টি অভীষ্ট আমরা ইতোমধ্যে অর্জন করেছি। দেশের ৯৭ শতাংশ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার এই হার উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ।

- বাংলাদেশ ইতোমধ্যে UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report-এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী নিম্নমান মানব উন্নয়ন সূচকভুক্ত (Human

Development Index) দেশসমূহ থেকে মধ্যমানের মানব উন্নয়ন সূচকভুক্ত দেশসমূহে উন্নীত হয়েছে।

- সম্প্রতি World Development Forum কর্তৃক "Women's Empowerment : Measuring the Global Gender Gap" শীর্ষক সমীক্ষায় পৃথিবীর ৫৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৯তম, যা সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত মুসলমান অধ্যুষিত দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের তুলনায় অনেক উপরে। নারীসমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং তাঁদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন এই সমীক্ষায় প্রশংসা লাভ করেছে।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং দুর্যোগ পরবর্তীকালে পুনর্বাসন কার্যক্রমে বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে, সংগ্রামী কৃষকসমাজ অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

- সরকার-এনজিও'র যৌথ উদ্যোগে দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অনেক দেশে মডেল হিসেবে অনুসৃত হচ্ছে।

- আমাদের বেসরকারি খাতের শিল্প উদ্যোক্তাগণ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রাখছেন। প্রতিষ্ঠিত শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যবসার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে, শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণী।

- প্রবাসী বাংলাদেশীরা মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বিনিয়োগ করে বাংলাদেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিটেন্সের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে প্রায় ৩৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে যা আমাদের সর্বমোট রফতানি আয়ের প্রায় ৪৭ শতাংশ। একইসঙ্গে বিদেশে কর্মরত অবস্থায় তাঁরা দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

- আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। এযাবত সশস্ত্রবাহিনী ১৯টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে ১১টি মিশনে নিয়োজিত রয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৪। এই সাফল্যের কৃতিত্ব আমাদের সকলের, সমগ্র জাতির। তাই এই সাফল্যকে দেশে-বিদেশে ছোট করে দেখানোর অধিকার জাতি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলকে দেয়নি। এ সাফল্য আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। আমাদের এ সাফল্যকে সর্বক্ষেত্রে প্রদর্শন করা হলে জাতি হিসেবে আমাদের যত ব্যর্থতা তা সার্থকতায় রূপান্তর করতে পারব। আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হবো। নিজেদের সাফল্যকে খাটো করে দেখার মন-মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কারণ, এ রকম ব্যাধিগ্রস্ত মানসিকতা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সঠিকভাবে তুলে ধরার প্রধান অন্তরায়।

মাননীয় স্পীকার,

৫। সত্তর দশকে কোন কোন মহল বাংলাদেশকে "উন্নয়ন-অসম্ভব" ("Test Case of Development") এবং "তলাবিহীন ঝুড়ি" দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। গত তিন দশকে বাংলাদেশ এ ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে উন্নয়নের যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে তা সর্বমহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। আজ যাঁরা বাংলাদেশকে "ব্যর্থ রাষ্ট্র" এবং "সাম্প্রদায়িক" হিসেবে আখ্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন তাঁদের ধারণাও যে ভ্রান্ত ও অমূলক তার প্রমাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য। ক্রম অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিবেশের মধ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে বিগত প্রায় চার বছরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ়। সকল বাংলাদেশীই জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে। ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহ-অবস্থান এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশে-বিদেশে প্রতিটি অঙ্গণে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশী জনগণ দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়েও খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং দারিদ্র্য হ্রাসে আমাদের যে কৃতিত্ব তা বিশ্বে বিরল। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সালে আমাদের বাজেটের আকার ছিল ৭৩৫ কোটি টাকার। আগামী বছরে আমাদের সেই বাজেটের আকার হবে ৬৪ হাজার কোটি টাকার উপরে। আমাদের এই সকল অর্জন সার্থক রাষ্ট্রের পরিচয়ই বহন করে, "ব্যর্থ রাষ্ট্র"-এর নয়। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশী জনগণের সকল অর্জন সঠিকভাবে দেশে-বিদেশে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে।

জনাব স্পীকার,

৬। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে United Nations Millennium Declaration (জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা) গৃহীত হয়। নির্ধারিত হয় উন্নয়নশীল দেশের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের Millennium Development Goals। একটি সার্বভৌম এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশের জনগণই নির্মাণ করবে তাঁদের ভাগ্য - যা UN Millennium Declaration-এর মূলবাণী।

৭। ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই জোট সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনীমূলক Millennium Declaration-এর উন্নয়ন আদর্শকে সমর্থন জানিয়েছে। আমাদের সম্পদ সীমিত হতে পারে। কিন্তু সাহসিকতায় ও আত্মমর্যাদাবোধে বাংলাদেশী জনগণের দৈন্য নেই। আমরা সকল বাংলাদেশী এই গর্বে গর্বিত। তাই ২০০৩-০৪ সালে জনগণের অংশীদারিত্বে সরকার প্রণয়ন করেছে তিন বছর মেয়াদি অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার ভিত্তি জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদই দেশপ্রেমের মুখ্য উৎস। জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জাতিই নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়তে পারে।

মাননীয় স্পীকার,

৮। ২০০৪-০৫ সালের বাজেট বক্তৃতায় আমি ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পুনরায় মাঠ পর্যায়সহ সকল স্তরের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করার আশ্বাস দিয়েছিলাম। আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার মাধ্যমে মহান সংসদকে জানাচ্ছি যে, অঙ্গীকার অনুযায়ী তিন বছর মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের খসড়া আমরা জানুয়ারি মাসে চূড়ান্ত করেছি। এই খসড়া প্রণয়নে মাঠ ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর এবং পেশার জনগণের সঙ্গে প্রায় এক বছরব্যাপী পুনরায় ব্যাপক আলোচনা এবং মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। দারিদ্র্যের প্রকৃতি এবং ধরন অনেক ব্যাপক ও বহুমুখী। তাই এই খসড়ায় আমরা বলেছি "Poverty is a broad front. It is about income levels. It is about food security. It is about quality of life. It is about asset bases. It is about human resource capacities. It is about vulnerabilities and coping. It is about human security. It is about initiative horizons. It is each of these and all of these together."

(দারিদ্র্যের বিস্তার ব্যাপক। দারিদ্র্য হচ্ছে আয়ের সীমাবদ্ধতা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, জীবনমানের অবনমন, সম্পদের অভাব, বিপর্যস্ততা প্রতিরোধের অক্ষমতা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা। দারিদ্র্য এগুলোর প্রতিটি এবং একত্রে সবকটি।)

জনাব স্পীকার,

৯। ২০০৪-০৫ সালের বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম "বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে অসাধারণ কর্মোদ্যম, আত্মপ্রত্যয় ও দুর্বার সাহস। সুযোগ পেলে তাঁরা নিজেদের ভাগ্য গড়তে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে।" আমাদের এ বিশ্বাসের প্রতিফলন হয়েছে পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনায় যার নামকরণ করা হয়েছে "Unlocking the Potential : National Strategy for Accelerated Poverty Reduction." দেশের অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের কৌশল হিসেবে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সুযোগ সৃষ্টি করবে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের। এই জাতীয় পরিকল্পনাটি বর্তমানে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ পর্যালোচনা করছেন। তাঁদের মতামত প্রাপ্তির পর এ বছর জুলাই-এর মধ্যে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হবে।

মাননীয় স্পীকার,

১০। আমাদের সরকারের vision-কে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনায় চারটি কৌশলগত নীতি এবং চারটি সহায়ক কৌশলের প্রতি আমরা গুরুত্ব আরোপ করেছি।

আমাদের চারটি কৌশলগত নীতি হচ্ছেঃ

- প্রথমত; ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমেই দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব। তাই আমাদের মূল নীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা - যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।
- দ্বিতীয়ত; উন্নয়ন সহায়ক গ্রামীণ কৃষি ও অকৃষি খাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত, যোগাযোগ খাত এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন খাতে অগ্রাধিকার প্রদান।

- তৃতীয়ত; দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, দরিদ্র মহিলাদের জন্য কার্যকর লক্ষ্যভিত্তিক দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচি এবং একটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

- চতুর্থত; মানব-দারিদ্র্য নিরসনের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে ক্রমান্বয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

জনাব স্পীকার,

১১। এই চারটি নীতি বাস্তবায়নের জন্য আমরা যে চারটি সহায়ক কৌশল অবলম্বন করছি তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। এই চারটি সহায়ক কৌশল হচ্ছে ঃ

- প্রথমত; দুর্দশাগ্রস্থ, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী গরীব জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, যাঁরা নারী তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;

- দ্বিতীয়ত; স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা;

- তৃতীয়ত; জনগণ বিশেষত, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সকল প্রকারের সেবার মানোন্নয়ন;

- চতুর্থত; টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করা।

সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ধারা

মাননীয় স্পীকার,

১২। বর্তমান অর্থবছরে আমরা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি। গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে প্রলয়ঙ্করী বন্যা এবং অতিবৃষ্টির ফলে দেশের অবকাঠামো এবং অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা থেমে যায়নি। সরকার, দেশের

সর্বস্তরের জনগণ, রাজনৈতিক সংগঠন, সিভিল প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী, এনজিও একযোগে কাজ করে দৃঢ়তা ও সফলতার সাথে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করেছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সময়োচিত পদক্ষেপ এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফলে নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমরা সফলতার সঙ্গে ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি। একইসঙ্গে নিজস্ব সম্পদে আমরা জরুরি পুনর্বাসন কার্যক্রমও সম্পন্ন করেছি।

১৩। কৃষি খাতে ভর্তুকি ও অন্যান্য সহায়তা বাবদ বাজেট বরাদ্দ ৬০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৩১৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। এই সহায়তার আওতায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩১ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারকে ১২টি ফসল আবাদের জন্য ১৮৫ কোটি টাকার সার ও বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। আমদানিকৃত এমওপি, ডিএপি ও টিএসপি সারে ২৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান কার্যক্রমও এ বছরে শুরু করা হয়।

১৪। নিজস্ব অর্থায়নে জরুরি অবকাঠামো পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন করা হয়। বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ৪০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া, যুক্তরাজ্য ও জাপানও বন্যা পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানে এগিয়ে এসেছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের সকলের, বিশেষ করে, কৃষক সমাজের এ সাফল্য দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। সরকারের সকল সহায়তা এবং উদ্যোগকে সফলভাবে কাজে লাগিয়ে তাঁরা বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছেন।

জনাব স্পীকার,

১৫। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের প্রভাব অনেক প্রকট। এ বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য কতিপয় আমদানি পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের বহিঃবাণিজ্য বেশ কিছুটা চাপের সম্মুখীন হয়। এ বছরের প্রথম নয় মাসে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায় গত বছরের তুলনায় প্রায় ২৬ শতাংশ। শিল্পায়নের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এই সময়ে মূলধন যন্ত্রপাতি এবং অন্তর্বর্তীকালীন পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫৩ শতাংশ এবং ৫৪ শতাংশ। বন্যা পরবর্তীকালে দ্রুত পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কিছুটা সম্প্রসারণশীল মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে এ বছরের প্রথম নয় মাসে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৬ শতাংশ - যা বিগত বছরের একই সময়ে ছিল ৭.৬ শতাংশ। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বর্তমান বছরে

শুধুমাত্র জ্বালানি তেলের আমদানিতে গত বছরের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয় হবে প্রায় ৬০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩৬০০ কোটি টাকারও বেশি। এর ফলে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহসহ অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কৃষিসহ অন্যান্য খাতে প্রবৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পাবে এবং সহনীয় পর্যায়ে সীমিত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় স্পীকার,

১৬। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় আবার গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছি। প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হলে এ বছরেও প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ অতিক্রম করত বলে আমি বিশ্বাস করি। গত অর্থবছরে কৃষিখাতের গুরুত্বপূর্ণ শস্য ও শাকসব্জি উপখাতে প্রবৃদ্ধি বেড়েছিল ৪.২৭ শতাংশ। বন্যার কারণে চলতি বছরে এ উপখাতে প্রবৃদ্ধি কমেছে ৩.৩ শতাংশ। মূলত এর ফলে এ বছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে। বর্তমান বছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৮.৪৩ শতাংশে এবং রফতানি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি। বর্তমান বছরে সরকারের বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারের পর্যায়ে বজায় থাকবে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও অক্ষুণ্ন থাকবে।

২০০৪-০৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট

মাননীয় স্পীকার,

১৭। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১,৩০০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা ৩৯,২০০ কোটি টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। কতিপয় পণ্যের শুল্ক হ্রাস এবং বন্যার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হওয়ায় রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা হ্রাস করতে হয়েছে। চলতি বছরের মূল বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করা হয়েছিল ২২,০০০ কোটি টাকা। কতিপয় বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বৈদেশিক সাহায্য অংশ ব্যবহারে ধীরগতির কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০,৫০০ কোটি টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়সহ

২০০৪-০৫ অর্থ বছরে সর্বসাকুল্যে ব্যয়ের বাজেট ছিল ৫৭,২৪৮ কোটি টাকা - যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে দাঁড়িয়েছে ৫৫,৬৩২ কোটি টাকায়।

২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেট

জনাব স্পীকার,

১৮। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৪৫,৭২২ কোটি টাকা - যা বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৬.৬ শতাংশ বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৪,৫০০ কোটি টাকা যা এ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তুলনায় ১৯.৫ শতাংশ বেশি। ২০০৫-০৬ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অতিরিক্ত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাবদ ৭৭৩ কোটি টাকা, রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য ৭৯০ কোটি টাকা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির জন্য ৪৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে আগামী অর্থবছরে সর্বমোট উন্নয়নমূলক ব্যয় দাঁড়াবে ২৬,৫৫৪ কোটি টাকা - যা বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেটের উন্নয়নমূলক ব্যয়ের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়সহ ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের বাজেটে সর্বসাকুল্য ব্যয় দাঁড়াবে ৬৪,৩৮৩ কোটি টাকা - যা বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৫.৭ শতাংশ বেশি। ২০০৫-০৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৫২ শতাংশ আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে এবং ৪৮ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য থেকে যোগান দেয়া হবে। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অনুকূলে থাকলে আগামী বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ অতিক্রম করবে বলে আমি আশা করি।

মাননীয় স্পীকার,

১৯। আগামী অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রমসমূহের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৫৪ শতাংশ ব্যয়িত হবে। দারিদ্র্য নিরসনের গতি ত্বরান্বিত করা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য জাতির প্রতি আমাদের

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে আগামী অর্থবছরের বাজেটভুক্ত কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনা আমি মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা

মাননীয় স্পীকার,

২০। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট ৯৬৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই বরাদ্দ বর্তমান বছরের মূল বাজেট অপেক্ষা ১৮২৭ কোটি টাকা বেশি এবং সর্বমোট বাজেটের ১৫ শতাংশ। ফলে এই খাত বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাবে। উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এই খাতে ৭৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩৩৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

২১। আমি আনন্দের সাথে এই মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৫৩ জনই মেয়ে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল থেকেও দেখা যায় যে, মেয়েদের পাসের হার ছেলেদের তুলনায় বেশি। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই পরিসংখ্যান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যথার্থই বলেছিলেন, "Let France have good mothers, and she will have good sons" (তোমরা আমাকে ভাল মা দাও, আমি তোমাদের একটি উন্নত জাতি উপহার দেব)। আমরা আজ জাতিকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও ভাল মা উপহার দিতে পারছি এবং আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে পারি যে, নারী শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত আমাদের বিএনপি সরকারের বেশকিছু দূরদর্শী নীতি ও পদক্ষেপের ফলেই আজ এটা সম্ভব হচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

২২। বিএনপি সরকার ১৯৯১ সালে গৃহীত ও অনুসৃত নীতির ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে দেশের সকল এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ

করে এবং একই সময়ে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি প্রবর্তন করে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার, বিশেষ করে ছাত্রী ভর্তির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রীর সংখ্যা যেখানে ছিল ৪৫.৯ শতাংশ, সেখানে সম্প্রতি এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। নব্বই দশকের শুরুতে তৎকালীন বিএনপি সরকার কর্তৃক গৃহীত আরেকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬০ শতাংশ শিক্ষক পদে মহিলাদের নিয়োগ করা। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে মহিলাদের হার ইতোমধ্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বিএনপি সরকার ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করে। বর্তমান জোট সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভের পরপরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছাত্রী উপবৃত্তি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছে। সরকারের নিজস্ব সম্পদে ৫২০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া, সকল ছাত্রীকে বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, মেয়েদেরকে বইকেনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

২৩। দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্মসূচি এবং অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়েছে, আমরা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করছি। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানোন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ৫০০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২" এবং ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ "রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন" শীর্ষক ২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা আশা করি, অতি শীঘ্র দেশের শতভাগ শিশুকে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করতে পারব।

জনাব স্পীকার,

২৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপখাতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের সংস্কার ও

মেরামত, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২৯ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান বাবদ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মেধাবৃত্তির সংখ্যা ও মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ২০০৪-০৫ অর্থবছরে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছি। ২০০৫-০৬ অর্থবছরেও প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের বৃত্তির সংখ্যা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় অধ্যয়ন করে। আগামী ১৫ বছরে এই হার ২৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহের আধুনিকায়ন এবং নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি নতুন মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

২৫। স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রীদের শিক্ষাকে আরো উৎসাহিত করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে -

- স্নাতক পর্যায়ে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মাসিক ২২৫ টাকা হারে প্রায় ৫ হাজার ছাত্রীকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাধারণ বৃত্তির মাসিক হার ২২৫ টাকা থেকে ২৫০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

- ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজসমূহে কারিগরি ও বিশেষায়িত স্নাতক পর্যায়ে এবং কিছু কিছু বিশেষায়িত বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে প্রতিবছর আরও ১০ হাজার ছাত্রীকে মেধার ভিত্তিতে মাসিক ২০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব করছি। একইসঙ্গে তারা অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও পাবেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

জনাব স্পীকার,

২৬। স্বাস্থ্য খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে আগামী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেটে চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় আরো ৫০৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৪২৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৭। আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাস্থ্য খাতে প্রায় ৯৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি' (এইচএনপিএসপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। পল্লী অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শয্যা সংখ্যা ৩১ থেকে ৫০-এ উন্নীত করার কাজ হাতে নিয়েছে। অনুরূপভাবে নতুন জেলাগুলোতে বিদ্যমান ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালগুলোকে ১০০ শয্যায় এবং পুরাতন জেলা সদরে ১০০ থেকে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালগুলোকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল এবং দিনাজপুরে একটি মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ বেশ কয়েকটি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে ৩০০০ স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ করা হয়েছে এবং ৩২০০ ডাক্তার, ২০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স ও ৮০০ নার্সিং সুপারভাইজার নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৮। বিশেষায়িত চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি এবং চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে। ঔষধ শিল্পের আধুনিকায়ন, প্রসার ও বিদেশী বিনিয়াগকে আরো বেশি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ঔষধ নীতি, ২০০৫ প্রণীত হয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় ১০৫টি উপজেলায় ২৪ হাজার পুষ্টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৩ কোটি জনগোষ্ঠীকে পুষ্টিসেবা দেয়া হচ্ছে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও গ্রামীণ অবকাঠামো

কৃষি

মাননীয় স্পীকার,

২৯। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ২২১৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি - যা চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় ৪৩৬ কোটি টাকা বেশি। আগামী অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ, গবেষণা, মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, কৃষিপণ্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা এবং সেচ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা হবে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে পুনর্বিন্যাস করে কর্পোরেশনের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজ আরও সম্প্রসারণ করা হবে। কৃষি উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে যে সকল সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এ বছর গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই ঃ

- ইউরিয়া সারের ন্যায় বর্তমান অর্থবছরে প্রবর্তিত ডিএপি, এমওপি, ও টিএসপি সারে ২৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান কর্মসূচি ২০০৫-০৬ সালেও অব্যাহত থাকবে। ফলে কৃষিখাতে ভর্তুকি ও সহায়তার পরিমাণ বর্তমান বছরে মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত ৬০০ কোটি টাকা থেকে আগামী বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে প্রায় ১২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হবে।

- ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার জন্য কৃষিঋণের সুদ ১লা জুলাই ২০০৫ হতে ৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশে নির্ধারণ করা হবে।

- ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ সরকার গত বছরে মওকুফ করেছে। শুধুমাত্র আসল টাকা কিস্তিতে ফেরত প্রদানের মেয়াদ পূর্ব নির্ধারিত ৩০ মার্চ ২০০৫ থেকে ৩০ মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে।

- সেচকার্যে ব্যবহৃত পল্লী বিদ্যুতায়ন সমিতির বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত থাকবে। এর অতিরিক্ত সমগ্র দেশে সেচকার্যে

ব্যবহৃত সকল বিদ্যুৎ সংযোগের ন্যূনতম চার্জ ১লা জুলাই ২০০৫ থেকে মওকুফ করা হবে।

- কৃষিজাত পণ্য, শাকসব্জি ও ফলমূল রফতানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ৩০ শতাংশ হারে আগামী অর্থবছরেও প্রদান করা হবে।
- কৃষিভিত্তিক শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত থাকবে।
- চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় ৪২০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে - যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৭ শতাংশ বেশি। আগামী অর্থবছরে কৃষিঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে ৫ শতাংশ সুদে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থায়ন করবে।
- কৃষিঋণের সুবিধা যাতে কৃষক সমাজ নির্বিঘ্নে যথাসময়ে পেতে পারেন সে লক্ষ্যে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পানি সম্পদ

জনাব স্পীকার,

৩০। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থায় উন্নয়নসহ সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ব্যতীত খাদ্যশস্য উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১২৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পল্লী উন্নয়ন ও গ্রামীণ অবকাঠামো

মাননীয় স্পীকার,

৩১। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেটে মোট ৬৩৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি - যা চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় ১৪৮১ কোটি টাকা বেশি।

৩২। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জরুরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নির্বাহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটে ১০০ কোটি টাকা এবং আগামী অর্থবছরে ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। সরকার "গ্রাম সরকারের মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়তা" শীর্ষক আলাদা আরেকটি বিশেষ কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। এ কর্মসূচিতে আগামী অর্থবছরে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৩৩। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার পাকা রাস্তা ও প্রায় নয় হাজার কিলোমিটার মাটির রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হবে। এছাড়া, ৩৪৬টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন ও ২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৩৫টি গ্রোথ সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন করা হবে। নগর অবকাঠামোর আওতায় বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রমে ৫৭০ কিলোমিটার রাস্তা ও নর্দমা নির্মাণ করা হবে। এসকল কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে।

৩৪। আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসমূহে অতিরিক্ত পানির চাহিদা পূরণের জন্য সরকার বিগত ৪ বছরে সমগ্র দেশে প্রায় দেড় লক্ষ নতুন পানির উৎস স্থাপন করেছে। সরকার কর্তৃক আর্সেনিক মিটিগেশন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার ফলে পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা ৮০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া, সরকার ২০১০ সালের মধ্যে সকল পরিবারের স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে স্যানিটেশন উন্নয়ন সরকারের একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৩৫। দারিদ্র্যপীড়িত ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী প্রায় দেড়শ'টি ইউনিয়নে চর এলাকায় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও মন্দাকালীন সময়ে জীবিকায়নের জন্য ৪৭৫ কোটি

টাকার চর জীবিকায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক ৪৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫ হাজার ভূমিহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের পুনর্বাসন কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহকে কৃষিঋণ তহবিল প্রদান করে এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে আবার সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমবায় ব্যাংকের কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকটি পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে এবং নতুনভাবে মূলধন প্রদানের প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হয়েছে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে সর্বমোট ২২১৪ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দসহ ১১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং গ্রামীণ অকৃষি খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে।

লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি

মাননীয় স্পীকার,

৩৬। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন শ্রেণীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম জীবন ধারণের সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের সরকারের মুখ্য দায়িত্ব। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি অনুন্নয়ন বাজেটেও লক্ষ্যভিত্তিক দারিদ্র্য নিরসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী বছরে প্রায় ৪৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচিগুলো আমি আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদে উপস্থাপন করতে চাই ঃ

সামাজিক নিরাপত্তা

- দেশের অসহায় ও দরিদ্র বয়স্ক জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করা আমাদের সরকারের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার ১৯৯৬ সালে বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা উল্লেখ করেছিলাম। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের এই অঙ্গীকারের প্রমাণ হিসেবে বিগত কয়েক বছরে আমাদের সরকার বয়স্ক ভাতার পরিমাণ মাসিক ১০০ টাকা থেকে ১৬৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৫ হাজার থেকে ১৩ লক্ষ ১৫ হাজারে উন্নীত

করেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ১লা জুলাই থেকে **বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির** আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ বর্তমান ১৬৫ টাকা থেকে ১৮০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। একইসঙ্গে উপকারভোগীর সংখ্যাও বর্তমান ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার থেকে ১৫ লক্ষে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

- আগামী ১লা জুলাই থেকে **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা কর্মসূচির** আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ১৬৫ টাকা থেকে ১৮০ টাকায় এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যাও বর্তমান ৬ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ ২৫ হাজারে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

- ১লা জুলাই ২০০৫ থেকে **অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার** আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বর্তমান ৬০ হাজার থেকে ৭০ হাজারে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিলে** ইতঃপূর্বে বরাদ্দকৃত তহবিলের অতিরিক্ত আগামী অর্থবছরে আরও ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- **এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিলে** ইতঃপূর্বে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত আরও ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- **বাস্তুহারাদের জন্য গৃহায়ণ তহবিলে** আগামী অর্থবছরে অতিরিক্ত ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- **ভিজিডি, ভিজিএফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, টেস্ট রিলিফ, জিআর বাবদ** এ বছরের সংশোধিত বাজেটে ৮ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ আছে। এই সকল খাতে আগামী অর্থবছরে বরাদ্দ ১ লক্ষ ৬২ হাজার টন বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ ৩২ হাজার টনে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

- **নগদ অর্থে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির** জন্য বরাদ্দ এ বছরের সংশোধিত বাজেটে ২৬৪ কোটি টাকা থেকে আগামী অর্থবছরে ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার** জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৩৭। চলমান এই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির অতিরিক্ত আগামী বছরে আমি আরও নতুন দু'টি কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করছি ঃ

- **অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ** সম্পূর্ণভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জীবন ধারণে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে মাসিক ২০০ টাকা হারে ১ লক্ষ ৪ হাজার প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদানের কর্মসূচি আগামী বছরের ১লা জুলাই থেকে শুরু করা হবে। এ লক্ষ্যে আগামী বছরের বাজেটে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- **সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিলঃ** দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলের প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাঁরা প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক কারণে বছরের কিছু সময় কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি রাজস্ব বাজেটে একটি তহবিল সৃষ্টি করে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কর্মসূচি

মাননীয় স্পীকার,

৩৮। ২০০৪-০৫ সালে প্রবর্তিত **স্বেচ্ছাবসর/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনঃ প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান** এবং **তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনঃ প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের** জন্য গঠিত বিশেষ দু'টি তহবিলে আগামী বছরেও যথাক্রমে ৩০ কোটি ও ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

জনাব স্পীকার,

৩৯। দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বেশ কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচিগুলো হচ্ছে -

- উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ৬০০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায়ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী অর্থবছরেও আমি **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের** অনুকূলে সৃষ্ট ক্ষুদ্রঋণ তহবিলে আরও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- ১৯৯৪ সালে বিএনপি সরকার কর্তৃক পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ ২২৫টি ছোট বড় সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে ৫৪ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারের অর্থায়নে প্রায় ২১২৫ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ঋণগ্রহীতাদের ৯০ শতাংশের বেশি মহিলা। ২০০৫-০৬ সালে **পিকেএসএফ'কে এনজিওদের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম** পরিচালনার জন্য ২৮১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- পল্লী অঞ্চলে সামাজিক খাতসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ বছর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫০ কোটি টাকার তহবিল নিয়ে **বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন** কার্যক্রম শুরু করেছে। এই তহবিলে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে আরও ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ফলে এই ফাউন্ডেশনের তহবিল ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত হবে।

- সরকারের অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ তহবিলে** বর্তমান বছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ৩৪টি এনজিও'র মাধ্যমে এই তহবিল ব্যবহার করে পিকেএসএফ দেশের ৩০টি জেলার প্রায় ৩ লক্ষ অতি দরিদ্রকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন করেছে। আগামী অর্থবছরে এই তহবিলে আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- বর্তমান বছরে **পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা** প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়। পিকেএসএফ ৭০টি এনজিও'র মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই তহবিলে আগামী অর্থবছরে আরও ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- বর্তমান অর্থবছরে **কৃষিভিত্তিক খামার ও শিল্প** গড়ে তোলার জন্য কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক ও কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে

সরকার ১০০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। আগামী অর্থবছরে এ বাবদ আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং সফটওয়্যার খাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক **সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল** পরিচালিত হচ্ছে। এযাবত এই তহবিল হতে ২১২টি প্রকল্পের অনুকূলে ৭৩০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই তহবিলে আগামী অর্থবছরে আরও ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

মাননীয় স্পীকার,

৪০। সম্প্রতি ৩টি গ্যাসক্ষেত্র নতুনভাবে উৎপাদনে আসায় আগামী বছরে গড়ে ১৬৯০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হবে। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বার্ষিক ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে। গত ৩ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১০২০ মেগাওয়াট, সঞ্চালন লাইন ১৮০ কিলোমিটার ও বিতরণ লাইন ৫০ হাজার কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, প্রায় ৯০০০ নতুন গ্রাম বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিবেচনাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে অতিরিক্ত ২৯১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সরকার ১০ থেকে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংস্কারের জন্য সরকার ২০১৫ সাল পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে আগামী অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে ৪২৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি - যা মোট উন্নয়ন বাজেটের ১৭ শতাংশ।

সড়ক ও রেলপথ

জনাব স্পীকার,

৪১। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে সড়ক ও রেলওয়েসহ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আগামী অর্থবছরে ৪৮৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। চলতি অর্থবছরে ইতোমধ্যে খান জাহান আলী সেতু, হাজী শরিয়তুল্লাহ্ সেতু এবং কুশিয়ারা সেতুসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি সেতু নির্মিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পিরিওডিক মেইনটেনেন্স কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন করা হয়েছে প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার সড়ক। আগামী বছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেইনে রূপান্তরের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি, আগামী ২ বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম-ফেনী অংশ ৪ লেইনে রূপান্তর করার কাজ সম্পন্ন হবে। আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি যে, কুয়েত সরকার মাত্র কয়েকদিন আগে ৩য় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণের জন্য ৩১৫ কোটি টাকা সহায়তা প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাদেরকে অবহিত করেছে এবং আশা প্রকাশ করেছে যে, শীঘ্রই সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হবে। তাই, ৩য় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণের কাজ আগামী বছরের প্রথমেই আমরা শুরু করব। এছাড়া, সরকার ৩য় বুড়িগঙ্গা, তিস্তা, ২য় শীতলক্ষ্যা ও দপদপিয়া সেতু নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নের কাজ আগামী বছরে হাতে নেবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও সড়ক নির্মাণে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জেবিআইসি, ডিএফআইডি, ডেনমার্ক ও কুয়েত সরকার সহায়তা প্রদান করছে। রাজধানীর মহাখালী ও খিলগাঁও-তে যথাক্রমে প্রায় ১০১২ মিটার ও ১৯০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভার নির্মাণ ঢাকার ক্রমবর্ধমান যানজট নিরসনে বর্তমান সরকারের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

জনাব স্পীকার,

৪২। রেলওয়ে-র উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে লোকোমোটিভ সংগ্রহ, সিগনালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ বেশকিছু রেলস্টেশনকে পুনঃনির্মাণ ও রিমডেলিং করা হয়েছে। কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কন্টেইনারের পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরেও বিভিন্ন স্টেশন ও শাখা লাইনের আধুনিকীকরণ ও সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লোকোমোটিভের পুনর্বাসনের কাজ অব্যাহত থাকবে।

টেলিযোগাযোগ

মাননীয় স্পীকার,

৪৩। গত প্রায় ৪ বছরে বিটিটিবি'র টেলিফোন ক্যাপাসিটি পৌনে সাত লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দশ লক্ষ এবং সংযোগ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে আট লক্ষে উন্নীত হয়েছে। বিটিটিবি'র ১০ লক্ষ মোবাইল ফোন প্রকল্পের আওতায় "টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড" ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে দেশের সবকটি জেলায় এবং ১৭৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ফোন ও ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে সকল উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ চালু করার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। অতি সত্বর বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে গ্লোবাল ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আগামী বছরের বাজেটে ১৪২৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৪৪। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সরকার এবছর বেসরকারি খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন নির্দেশিকা (Private Sector Infrastructure Guidelines) প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায়, এ নির্দেশিকার বাস্তবায়ন বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে।

আর্থিক খাত, বেসরকারি বিনিয়োগ ও বহিঃ বাণিজ্য

আর্থিক খাত

মাননীয় স্পীকার,

৪৫। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরেই ব্যাংকিং খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পুনঃ উদ্যোগ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বায়ত্তশাসন

প্রদানসহ এই ব্যাংকের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে। একইসঙ্গে রূপালী ব্যাংককে বেসরকারিকরণ এবং বাকি ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে খেলাপি ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদান এবং তা আদায়ে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শেয়ারবাজারেও স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা ফিরে এসেছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির সরকারি শেয়ার ক্রমান্বয়ে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হবে।

বেসরকারি বিনিয়োগ

মাননীয় স্পীকার,

৪৬। গত প্রায় চার বছর ধরে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বিনিয়োগমুখী অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের ফলে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (Foreign Direct Investment - FDI) গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশ ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ২০০৪ পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রকৃত পরিমাণ ৬৫৩ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৩ সালের তুলনায় ৪৮ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী তাঁদের প্রস্তাবিত কেবল বড় প্রকল্পসমূহে আনুমানিক বিনিয়োগের পরিমাণ হবে প্রায় ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিয়োগকারীদের সাথে সরকারের আলোচনা সময়মতো সম্পন্ন হলে আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হবে। একইসঙ্গে দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবছরের প্রথম ৯ মাসে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শিল্পখাতে মেয়াদি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার যথোপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং এই শিল্পে অর্থায়নের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

জনাব স্পীকার,

৪৭। বাহ্যিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের রফতানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এবছরের জানুয়ারি মাস থেকে এমএফএ বিলুপ্তির পরেও তৈরি পোশাক রফতানির উপর তেমন কোন বিরূপ প্রভাব পড়েনি। আমাদের পোশাক শিল্পকে বিশ্ববাজারে যথাযথ প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এবং পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও গতিশীলতা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান বাজার সুসংহত ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে এ শিল্পের পরিপূরক হিসেবে প্রয়োজন অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল বস্ত্র খাত। এলক্ষ্যে সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় প্রায় ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত "পোস্ট এমএফএ এ্যাকশন প্রোগ্রাম" শীর্ষক একটি কৌশলগত কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে ও নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে শুল্কমুক্তভাবে পণ্য রফতানির সুবিধা পাওয়া গেছে। শুল্কমুক্তভাবে আমাদের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিজিএমইএ-সহ সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আগামী অর্থবছর থেকে বস্ত্রখাতের রফতানিতে নগদ সহায়তা বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত ছিল। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে বস্ত্রখাতে রফতানি উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা আগামী বছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। অন্যান্য রফতানি খাতে বিভিন্ন হারে বর্তমানে প্রচলিত নগদ সহায়তাও আগামী বছরে বলবৎ রাখার প্রস্তাব করছি।

সুশাসন ও সংস্কার

মাননীয় স্পীকার,

৪৮। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতে সীমিত সম্পদ বন্টনে আমাদের সরকার দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছে। সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে আমাদের সংস্কার কার্যক্রমের গতি আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। আর্থ-

সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা নিজস্ব উদ্যোগে আমাদের সংস্কার কর্মসূচি এমনভাবে গ্রহণ করছি যাতে তা সম্পদের স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হয়।

জনাব স্পীকার,

৪৯। বর্তমানে চলমান এবং ভবিষ্যত সংস্কার কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আমি আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই ঃ

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে দক্ষতা, দ্রুততা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ বছরে আমরা প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া সংস্কার করে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি। এর ফলে প্রকল্পের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হবে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকৃত অর্জন স্বচ্ছভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তিন বছরমেয়াদি সম্ভাব্য সম্পদ সীমার মধ্যে (indicative resource ceiling) বাজেট প্রণয়ন এবং উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট একীভূত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে নির্ধারিত সম্পদ সীমার মধ্যে কৃষি, শিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী বছরের বাজেট প্রণয়ন করেছে। ২০০৬-০৭ সালে আরও ১১টি মন্ত্রণালয় এবং তার পরের অর্থবছর থেকে সকল মন্ত্রণালয় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তাদের বাজেট প্রণয়ন করতে পারবে বলে আমি আশা করি।

- বাজেটকে দারিদ্র্য নিরসন এবং জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণ সহায়ক করার উদ্দেশ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার অধিকতর মানোন্নয়ন এবং সকল মন্ত্রণালয়ে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরীক্ষা ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদানের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাজেট বরাদ্দ যাতে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নিয়মিত

সমীক্ষা পরিচালনার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

- বর্তমান অর্থবছরে প্রবর্তিত সরকারি সংগ্রহ নির্দেশিকা (Public Procurement Guidelines) আইন আকারে রূপান্তর করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

- বেসরকারি খাতে হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি উচ্চতর নজরদারি সংস্থা (oversight regulatory body) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও উন্নতির লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনী ও র‌্যাবের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বাহিনীসমূহের কর্মকাণ্ডে দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুদের স্বার্থ রক্ষা করা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আইনী সহায়তা প্রদান করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহায়ক নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধন কার্যক্রম বিগত প্রায় ৪ বছর ধরে আমরা অব্যাহত রেখেছি।

- দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করি, শীঘ্রই কমিশন দুর্নীতি দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

- আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসা/কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ সহায়তা আমরা এ বছরের জানুয়ারি মাস থেকে বৃদ্ধি করেছি। তিন পর্যায়ে এই বেতন-ভাতা বৃদ্ধিতে সরকারের প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এর

ফলে প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারী আরও দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ হবেন।

- বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে আমরা নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেছি। উন্নয়ন সহযোগীগণ তাঁদের সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্যতা (Harmonization) আনয়ন করছে। একইসাথে দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনায় প্রতিফলিত আমাদের নীতি ও পদ্ধতির সঙ্গেও উন্নয়ন সহযোগীদের নীতি ও পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি ও ব্যবহারে দীর্ঘসূত্রিতা ও দ্বৈততা হ্রাস পাবে।

মাননীয় স্পীকার,

৫০। প্রতিটি সেক্টরের সুশাসনের সমন্বয়েই জাতীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সকল সেক্টরেই শাসন ব্যবস্থার অধিকতর মানোন্নয়ন আমাদের কাম্য ও লক্ষ্য। সেই বিবেচনায় আমাদের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের আলোকে প্রতিটি সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। এই সংস্কার প্রক্রিয়ার সুফল অনেক সেক্টরেই ইতোমধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৫১। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম। তাই দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ এবং এর ফলাফল মূল্যায়ন কার্যক্রম সুসংহত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

কর ও শুল্ক রাজস্ব কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার,

৫২। জাতীয় বাজেট শুধুমাত্র সরকারের এক বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের খতিয়ান নয়। এই বাজেট যেমন সরকারের ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা, তেমনই এটি সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের নীতি ও প্রয়োগ কৌশলের দলিলও বটে। এই কৌশলগত নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের ব্যয়ের যেমন ভূমিকা রয়েছে, অনুরূপ ভূমিকা রয়েছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের। আমি এতক্ষণ সরকারের উন্নয়ন নীতিমালা এবং কৌশলের আলোকে সম্ভাব্য সম্পদ বরাদ্দের একটি চিত্র এই মহান সংসদের সামনে তুলে ধরেছি। এখন আমি আগামী ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য পদক্ষেপ, পদ্ধতি ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

জনাব স্পীকার,

৫৩। জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goal অর্জনের জন্য আমাদের দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে আমাদের বর্তমানের ব্যয়/জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশ থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে হবে। উন্নয়নের যে স্তরে বাংলাদেশের অবস্থান, সেখানে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পেলে বেসরকারী বিনিয়োগও বাধাপ্রাপ্ত হয়। বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ। এই সব খাতে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ শুধুমাত্র সরকারি খাত থেকেই আসতে পারে। একই সঙ্গে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সরকারি বিনিয়োগ। তাই, প্রয়োজনীয় সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করা না গেলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও দারিদ্র্য নিরসনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

মাননীয় স্পীকার,

৫৪। দুঃখের সংগে আমি আপনার মাধ্যমে সংসদকে জানাতে চাই আমাদের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক নীচে। আমাদের বার্ষিক রাজস্ব আয় জিডিপির মাত্র ১০.৫ শতাংশ। সরকারি রাজস্ব আয়ের এই ন্যূনতম হার অব্যাহত থাকলে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসন অসম্ভব। এই জন্য রাজস্ব আহরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা একান্তই অপরিহার্য এবং নিজস্ব সম্পদের সম্ভার এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসা আবশ্যক যাতে আমাদেরকে আর পরমুখাপেক্ষী থাকতে না হয়। নিজস্ব সম্পদ দিয়েই নিজস্ব চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদের ভবিষ্যত উন্নয়নের গতিধারা আমরা বহমান রাখতে পারি।

জনাব স্পীকার,

৫৫। আত্মনির্ভরশীল উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্ব সভায় আত্মপ্রকাশ করাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে, কর প্রদানে আমাদের রয়েছে নিরন্তর ও তীব্র অনাগ্রহ। কিন্তু, উন্নয়ন অর্জনে আমাদের চাহিদা বিপুল। যারা কর প্রদানে সক্ষম তাঁরাই যদি তাঁদের প্রতি অর্পিত কর পরিশোধের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে সরকারই বা কিভাবে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতে এবং অবকাঠামো নির্মাণে আবশ্যক সম্পদ বিনিয়োগ করতে পারে। কর পরিশোধ না করার সংস্কৃতি আমাদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তা না হলে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না ।

মাননীয় স্পীকার,

৫৬। শুধু কথায় নয়, কাজেও আমাদের পরনির্ভরশীলতা পরিহারের প্রমাণ রাখতে হবে। সমাজের যাঁরা বিত্তশালী, কর প্রদানে যাদের সামর্থ রয়েছে তাঁদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে ন্যায্য কর প্রদানে, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে। দেশের অর্থনৈতিক

উন্নয়নে, দারিদ্র্য বিমোচনে এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাসে আমাদের সকলকে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। আমরা সবাই বিশ্বাস করি মর্যাদাশীল, আত্মনির্ভর এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়। এই বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে আমি এখন আয়কর, আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদে পেশ করছি।

আয়কর

মাননীয় স্পীকার,

৫৭। প্রত্যক্ষ কর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়কর থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি বিগত তিনটি বাজেটে কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি, কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছা ক্ষমতা হ্রাস ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য আইনে ব্যাপক সংস্কার এনেছি। এ সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এখন আমি আয়কর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

৫৮। গত বছর আমি ২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ কর বছরের জন্য কর হার ও আয়ের সীমা ঘোষণা করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ২০০৬-২০০৭ কর বছরের জন্য কর মুক্ত আয়ের সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় বৃদ্ধিসহ কর হার অপরিবর্তিত রেখে সর্বোচ্চ হারে আয়কর আরোপের জন্য মোট আয়ের সীমা ৯ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-'ক-১'**)।

৫৯। ২০০৬-২০০৭ কর বছরের জন্য নন-লিস্টেড কোম্পানীর করহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৬০। কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর আহরণ ও কর পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজ করার এবং কর হার সুষমকরণের লক্ষ্যে আমি এখন কতিপয় প্রস্তাব মহান সংসদে উত্থাপন করছি-

(ক) ব্যাংকের ক্ষেত্রে provision for bad debts এর আওতায় মোট বকেয়া ঋণের ২ শতাংশের স্থলে ১ শতাংশ খরচ হিসাবে গণ্য করা এবং এ সুবিধার মেয়াদ ২০০৬-২০০৭ কর বছর পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

(খ) Dividend Distribution Tax পরিশোধের বর্তমান বিধানের পরিবর্তে ডিভিডেন্ড আয় শেয়ার হোল্ডারদের হাতে করযোগ্য করে ডিভিডেন্ডের উপর ১০ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তনের প্রস্তাব করছি।

(গ) অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ও বন্ডের মুনাফার উপর বিদ্যমান উৎসে কর কর্তনের হার ২০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১০ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

(ঘ) সমুদ্রগামী দেশী জাহাজ কর্তৃক বিদেশে মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ভাড়ার উপর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে ৪ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের প্রস্তাব করছি।

(ঙ) ব্যাংকের ন্যায় Non Banking আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য deposit সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় মুনাফা বা সুদের উপর ১০ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

(চ) তৈরি পোষাক ও নীট ওয়্যার রপ্তানি পর্যায়ে মোট রপ্তানি মূল্যের এক শতাংশের চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ০.২৫ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান করে একে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি।

(ছ) বর্তমানে Royalty ও Technical know-how fee এর ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ এবং professional ও Technical service fee এর উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর আদায়ের বিধান আছে। fee সমূহ একই প্রকৃতির হওয়ায় দুটি ভিন্ন কর হার থাকার কারণে প্রায়শঃ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এ বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে সকল ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কর হার নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(জ) স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের মোট মূল্যের উপর দশমিক শূন্য এক পাঁচ (০.০১৫) শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন করে একে চূড়ান্ত করদায় গণ্য করার প্রস্তাব করছি।

(ঝ) রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ্যাপার্টমেন্টের জন্য প্রতি বর্গ মিটার ১৭৫/- টাকা এবং জমির দলিল মূল্যের উপর ২.৫ শতাংশ হারে রেজিস্ট্রেশন পর্যায়ে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান করে একে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি।

(ঞ) ইট ভাটার লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়নের সময় উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে অগ্রিম কর আদায়ের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-'ক-২'**) ।

(ট) বিড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যান্ডরোল ক্রয়ের উপর আরোপিত আয়করের হার ৩ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(ঠ) কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর হ্রাসকৃত ১০ শতাংশ হারে করারোপনসহ এ সুবিধার মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৬১। আয়কর আইনের প্রয়োগ ও পরিপালন সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে আমি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব মহান সংসদে উত্থাপন করছি–

(ক) আয়কর আইনের ৮২ ধারার আওতায় চাটার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক প্রত্যয়িত অডিট রিপোর্টে ক্ষতি প্রদর্শন বা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে কম আয় প্রদর্শন করে রিটার্ন দাখিলের বর্তমান বিধানটি বাতিল করা সহ যে কোন রিটার্ন অডিট করার বিধান করার প্রস্তাব করছি।

(খ) করমুক্ত বা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত খাতের লোকসানের সাথে করযোগ্য অন্য কোন খাতের আয় সমন্বয় করা যাবে না মর্মে বিধান করার প্রস্তাব করছি।

(গ) বীমা কোম্পানীর জন্য বীমা আইনের শর্ত পরিপালন করে প্রণীত হিসাব বিবরণী আয়কর বিভাগে দাখিলের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

(ঘ) কোম্পানীর জন্য perquisite খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৬২। এখন আমি কতিপয় ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছিঃ

(ক) কোম্পানী আইনের অধীনে গঠিত হাসপাতালের আয়ের উপর কর অব্যাহতির মেয়াদ আগামী ৩০শে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি;

(খ) মৎস্য খামার, হাঁস মুরগীর খামার, গবাদি পশুর খামার, হাঁস মুরগীর খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদির আয়ের উপর প্রদত্ত কর অব্যাহতির মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি;

৬৩। কর অবকাশ সংক্রান্ত বিধানের মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০০৫ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, রপ্তানি বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করে শিল্পের খাত ভিত্তিক কর অবকাশের মেয়াদ আরও তিন বছর অর্থাৎ

৩০শে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। কর অবকাশ ভোগের মেয়াদ এলাকা ভেদে ৫ ও ৭ বছরের পরিবর্তে ৪ ও ৬ বছর করার প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-'ক-৩'**)। একইভাবে নতুন প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে accelerated depreciation সুবিধার মেয়াদও ৩০শে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৬৪। দেশে বিপুল পরিমান অপ্রদর্শিত আয় (undisclosed income) আছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে। এ ধরনের অপ্রদর্শিত আয় কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বিনিয়োগ করার যে সুবিধা দেয়া হয়েছিল তা ৩০শে জুন, ২০০৫ শেষ হবে। ধারনা করা হচ্ছে যে, এখনো অনেকের নিকট অপ্রদর্শিত আয় রয়েছে কিন্তু তারা বিদ্যমান সুযোগ কোন না কোন কারণে গ্রহন করতে পারেনি। অপ্রদর্শিত এমন আয় আগামী ১লা জুলাই ২০০৫ থেকে ৩০শে জুন, ২০০৬ এর মধ্যে ৭.৫ শতাংশ হারে কর পরিশোধ সাপেক্ষে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই আয় হিসেবে প্রদর্শন করার সুযোগ দানের প্রস্তাব করছি।

৬৫। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু জনকল্যাণ ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুদান প্রদানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জনকল্যাণ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দানের উপর আয়কর রেয়াতের বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি।

আমদানি শুল্ক

মাননীয় স্পীকার,

৬৬। চলতি অর্থ বছরে আমদানি শুল্কের চারটি হারকে সুষমকরণের মাধ্যমে তিনটি হারে বিন্যস্ত করে শিল্পের মৌলিক কাঁচামালের উপর ৭.৫ শতাংশ, মধ্যবর্তী পণ্যের উপর ১৫ শতাংশ এবং তৈরি পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছিল। আমি তিনস্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্কের বিদ্যমান এই কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। অনুরূপভাবে সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কের ৫টি হারকে সমন্বয়ের মাধ্যমে ৩টি স্তরে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব করছি। তবে, স্বাস্থ্য ও

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক বিবেচনায় কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কের বর্তমান উচ্চহার অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৬৭। আমাদের সরকার দেশের কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করে প্রতি বছরই এ খাতে ব্যবহৃত বীজ, সার, মূলধনী যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণকে আমদানি পর্যায়ে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় কতিপয় সারের উপর আরোপিত সকল শুল্ক ও কর প্রত্যাহার এবং গম ও ধান কলের যন্ত্রাংশ তৈরির কাঁচামালের আমদানি শুল্ক **১৫** শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৭.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'খ-১')** ।

৬৮। দেশের হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু খামার ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। সম্ভাবনাময় এ খাতকে আরো শক্তিশালী ও প্রতিযোগী করার জন্য আমি এ খাতে ব্যবহারযোগ্য ডেইরী ও পোল্ট্রী ফিডের কাঁচামাল, ঔষধ, চিকিৎসা উপকরণ ও মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আরোপিত সকল শুল্ক ও কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৬৯। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় তৈরি পোষাক, টেক্সটাইল, হোসিয়ারী, লেবেল এবং টেরিটাওয়েল শিল্পকে অধিকতর প্রতিযোগী এবং শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে এই শিল্পে ব্যবহৃত Dyes & chemicals কে রেয়াতী হারে শুল্ক সুবিধা প্রদান এবং এ সমস্ত শিল্পে ব্যবহার্য্য বেশ কিছু যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও টেরিটাওয়েল শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল ওয়েস্ট কটনের উপর আরোপিত সমূদয় শুল্ক-কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'খ-১')** ।

৭০। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প দেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত। এই খাতের উন্নয়ন এবং চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই শিল্পে ব্যবহৃত Dyes & chemicals এর ক্ষেত্রে রেয়াতী হারে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৭১। বাংলাদেশে বর্তমানে উন্নতমানের Transformer উৎপাদন হচ্ছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে Transformer এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। প্রয়োজনীয় শুল্ক সহায়তা এবং প্রতিরক্ষণ পেলে এ শিল্পের আরও প্রসার ঘটবে। সে বিবেচনায় Transformer শিল্পের প্রধান কয়েকটি কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস করার এবং একই বিবেচনায় ও নীতিমালার আলোকে Iron & Steel Prefabricated Building তৈরির কতিপয় কাঁচামালের শুল্ক এবং স্থানীয় সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস করার প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'খ-১')**।

৭২। Iron & Steel এর তৈরি Angles, Shapes and Sections এর উপর বর্তমানে শুধুমাত্র ৭.৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য আছে। মধ্যবর্তী পণ্য হিসেবে এর শুল্কহার অধিকতর যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে আলোচ্য পণ্যের শুল্ক হার ৭.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'খ-২')**।

মাননীয় স্পীকার,

৭৩। উচ্চ শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক Academic Journals and Periodicals শর্ত সাপেক্ষে শূণ্য শুল্ক হারে আমদানির সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৭৪। বর্তমানে টেলিযোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম মোবাইল ফোনের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোবাইল সেটের উপর বর্তমানে আমদানি পর্যায়ে মোট শুল্ক-কর ১,৫০০/- টাকা বিদ্যমান। আমি বর্তমান বাজেটে আমদানি পর্যায়ে মোবাইল ফোন সেটের মূল্য নির্বিশেষে শুল্ক-কর ৩০০/- টাকা এবং স্থানীয় পর্যায়ে SIM card সংযোজনের সময় ১,২০০/- টাকা আদায়ের প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'খ-১')** ।

জনাব স্পীকার,

৭৫। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য ব্যাপক উঠানামা করছে। এই প্রেক্ষাপটে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের আমদানি পর্যায়ে মোট করভার (Total tax

incidence) হ্রাস করে তা সুষমকরণ প্রয়োজন। স্থানীয় বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং এই খাত থেকে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই লক্ষ্যে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানী তেলের ট্যারিফ মূল্য পুনঃ নির্ধারণ করে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানী তেলের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে যথাক্রমে ৭.৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে নির্ধারণ এবং পরিশোধিত জ্বালানী তেলের উপর থেকে ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। এর ফলে জ্বালানী তেলের খুচরা বাজার মূল্যের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। পেট্রোলিয়ামজাত বিটুমিন আমদানির ক্ষেত্রে specific import duty আরোপেরও প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'খ-১' এবং পরিশিষ্ট-'খ-৩')**।

মাননীয় স্পীকার,

৭৬। আমদানিকৃত পণ্য সাময়িক শুল্কায়নের পর চূড়ান্ত শুল্কায়ন করার সময়সীমা ১৫০ কার্যদিবসের পরিবর্তে ১২০ কার্যদিবস নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। নৌ-পথে এবং স্থল পথে আমদানিকৃত পণ্য ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে খালাসের সময়সীমা ৩০ কার্যদিবসে এবং বিমান পথে আমদানিকৃত পণ্য খালাসের সময়সীমা ৩০ কার্যদিবসের পরিবর্তে ২১ কার্যদিবস নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৭৭। এখন আমি আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক খাতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রস্তাব মহান সংসদে পেশ করছি –

Mineral water উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য সকল প্রকার Mineral water এর উপর ৩৫ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। একই বিবেচনায় Detergents এর উপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপেরও প্রস্তাব করছি। একই বিবেচনায় উন্নতমানের Lamps এবং Light fittings এর উপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'খ-৪')**।

বর্তমানে দেশে Agro processing শিল্প বেশ উন্নতমানের তৈরি খাদ্য এবং প্যাকেটজাত বিভিন্ন ফলের জুস উৎপাদন করছে। এ শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে তৈরি খাদ্য এবং সমজাতীয় কতিপয় পণ্যের সম্পূরক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। স্থানীয় ফার্ণিচার শিল্পের প্রতিরক্ষণের কথা বিবেচনা করে সকল প্রকার ফার্ণিচারের সম্পূরক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক

মাননীয় স্পীকার,

৭৮। বিএনপি সরকারই **১৯৯১** সালে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করে। এই আধুনিক কর ব্যবস্থা এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি মনে করি এখন মূল্য সংযোজন করের আওতা বৃদ্ধির পরিবর্তে এ ব্যবস্থাকে আরো স্বচ্ছ ও সুসংহত করা প্রয়োজন। তাই মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ বা এর ব্যাপক কোন পরিবর্তন আমি প্রস্তাব করতে চাই না। এ মুহূর্তে কর আদায়ের পদ্ধতিকে আরো সহজ করা এবং আইন ও বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন জোরদার ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা অধিক প্রয়োজন বলে মনে করি। সে লক্ষ্যে আমি মূল্য সংযোজন কর আইনের কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব অর্থবিলে সংযোজন করেছি **(পরিশিষ্ট – 'গ')**।

জনাব স্পীকার,

৭৯। আধুনিক পদ্ধতিতে মূল্য সংযোজন কর আদায় এবং উন্নততর সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অধিক কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে আমরা বৃহৎ করদাতা ইউনিট (Large Taxpayer Unit) প্রতিষ্ঠা করেছি। সুষ্ঠুভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এখন আমি মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালায় কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'গ')**।

মাননীয় স্পীকার,

৮০। শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কতিপয় সেবা ও ইউটিলিটি চার্জের উপর মূল্য সংযোজন করের অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করছে। রপ্তানি বাণিজ্যকে আরো উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এখন আমি শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই হারে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

৮১। কৃষি উৎপাদনকে আরো সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার্য insecticides, fungicides, pesticides, anti-sprouting products, plant growth regulator এবং disinfectants এর বেলায় ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপিত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'গ')**।

জনাব স্পীকার,

৮২। মূল্য সংযোজন কর আইনে নগন্য ত্রুটিবিচ্যুতি বা গুরুতর অপরাধ উভয় ক্ষেত্রেই ন্যূনতম জরিমানার পরিমান পঁচিশ হাজার টাকা নির্ধারিত আছে। এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত বা নগণ্য ত্রুটির জন্য অনেক করদাতাকে নির্ধারিত পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করতে হয়। সম্মানিত করদাতাগণকে এ ধরণের নগন্য ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য উচ্চহারে জরিমানা থেকে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে ন্যূনতম জরিমানার পরিমাণ পঁচিশ হাজার টাকা থেকে হ্রাস করে দশ হাজার টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট-'গ')**।

মাননীয় স্পীকার,

৮৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে আয়কর, আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও অন্যান্য কর খাতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩২ হাজার ১ শত ৯০ কোটি টাকা। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা বলে আমি আমার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। এ লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণ অর্জন সম্ভব না হলেও আশা করছি বছর শেষে ৩০ হাজার ৫০০ শত কোটি টাকা রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে। ফলে গত ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের তুলনায় রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি হবে ১৬.৪৫ শতাংশ।

একই ধারাবাহিকতায় আগামী অর্থ বছরে মোট ৩৫ হাজার ৬ শত ৫২ কোটি টাকা রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৮৪। আমাদের Tax-GDP ratio অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এখনো নিম্ন পর্যায়ে আছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ণ, আইনসমূহের সংস্কার এবং এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে আমরা রাজস্ব প্রশাসনে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে একটি Strategic Development Plan এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক এ সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ বাস্তবায়নে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। তিন থেকে পাঁচ বছরে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। আশা করি ব্যবস্থাপনা সংস্কার, প্রশাসনিক উন্নয়ন ও করদাতাদের কর পরিশোধের আগ্রহ বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

মাননীয় স্পীকার,

৮৫। আমার বিশ্বাস ২০০৫-২০০৬ সালের এই বাজেট প্রস্তাবনায় দেশের সকল স্তরের জনগনের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে, কারণ বাজেটের সকল প্রস্তাবের ভিত্তি হচ্ছে জনগনের অংশীদারিত্বে প্রণীত দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র। প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাকে যে মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বাজেট সম্পর্কে আলোচনাকালে মন্ত্রিসভার সম্মানিত সহকর্মিবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্যবর্গ, অর্থনীতিবিদগণ, সুশীলসমাজ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সাংবাদিক ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জনাব স্পীকার,

৮৬। ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী একটি সুখী দেশ গড়ার লক্ষ্যে

আমাদের সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দারিদ্র্য বিমোচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সম্মিলিতভাবে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে, এনজিওসমূহকে, সংবাদমাধ্যমকে, সুশীলসমাজকে, সকল প্রতিষ্ঠানকে এবং সর্বস্তরের জনগণকে। নিরবচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি উন্নয়ন সহায়ক সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সরকারি উদ্যোগের সাথে সকলের সম্পৃক্ততা শুধুমাত্র পরিকল্পনা প্রণয়নে নয়, তার বাস্তবায়নেও প্রসারিত করতে হবে। তাই আমাদের কৌশলপত্রে আমরা উল্লেখ করেছি, " The engagement is not just for policy planning. It is importantly an engagement for results, for inclusion, for imaginative solutions, and ultimately an engagement to unlock the potentials of the nation." (এই সম্পৃক্ততা কেবল নীতি প্রণয়নের জন্য নয়। এই সম্পৃক্ততা ফলাফল অর্জনের জন্য, নিবিড় একাত্মতার জন্য, উদ্ভাবনীমূলক সমাধানের জন্য এবং সবশেষে জাতির সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের জন্য।)

মাননীয় স্পীকার,

৮৭। নানা সঙ্কটে, দুর্যোগে, প্রতিকূলতায় জাতি হিসাবে আমরা অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার স্বাক্ষর রেখেছি। অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমরা সকলে আমাদের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যে অগ্রগতি অর্জন করেছি তার তুলনা বিরল। আমাদের অর্জন যেমন অনেক, তেমনি আমাদের সমস্যাও ব্যাপক। তবুও আমরা স্বপ্ন দেখি সেই সোনার বাংলার যেখানে সম্পদের সুষম বন্টনে, শান্তিতে, সৌহার্দ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে আত্মনির্ভরশীল এক জাতি। আসুন আমরা আমাদের অফুরন্ত কর্মস্পৃহা, গভীর দেশপ্রেম ও অসীম অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের সকল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করি। গড়ে তুলি দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধশালী, বৈষম্যহীন, উন্নত বাংলাদেশ। বিশ্বের দরবারে আসন করে নেই এক গর্বিত জাতি হিসেবে।

আল্লাহ্ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

পরিশিষ্ট - 'ক-১'

ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের আয়কর হার

<u>কর বৎসর ২০০৬-২০০৭</u>

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ১,২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -------------------------	২৫%

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যূনতম করের পরিমাণ ১,৮০০/- টাকার কম হবে না।

পরিশিষ্ট - 'ক-২'

ক্রমিক	বিবরণ	প্রদেয় করের পরিমাণ (টাকায়)
১।	এক সেকশন ইট ভাটার জন্য বাৎসরিক	৭,৫০০/-
২।	দেড় সেকশন ইট ভাটার জন্য বাৎসরিক	১০,০০০/-
৩।	দুই সেকশন ইট ভাটার জন্য বাৎসরিক	১৫,০০০/-

পরিশিষ্ট - 'ক-৩'

কর অবকাশযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা

১। টেক্সটাইল;
২। High Value Readymade Garments;
৩। ফার্মাসিউটিক্যাল;
৪। মেলামাইন;
৫। প্লাস্টিক;
৬। সিরামিক ও সেনিট্যারি ওয়্যার;
৭। লৌহ আকরিক (ore) থেকে ইস্পাত উৎপাদন;
৮। সার উৎপাদন;
৯। ইনসেস্টিসাইড এন্ড পেস্টিসাইড;
১০। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদন;
১১। তিন তারকা বা তদূর্ধ মান সম্পন্ন আবাসিক হোটেল;
১২। পেট্রো কেমিক্যালস;
১৩। ড্রাগ, কেমিক্যালস ও ফার্মাসিউটিক্যালস এর মৌলিক উপাদান;
১৪। কৃষি যন্ত্রপাতি;
১৫। জাহাজ নির্মাণ;
১৬। বয়লারস এন্ড কমপ্রেসর;
১৭। টেক্সটাইল মেশিনারী।
১৮। ভৌত অবকাঠামো ঃ

(ক) সমুদ্র/নৌ বন্দর;
(খ) কন্টেইনার টার্মিনাল/ইন্টারনাল কন্টেইনার ডিপো (ICD)/কন্টেইনার ফ্রেইট ষ্টেশন (CFS);
(গ) এলএনজি টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন;
(ঘ) সিএনজি টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন;
(ঙ) গ্যাস পাইপ লাইন;
(চ) ফ্লাই ওভার;
(ছ) বৃহদাকার পানি শোধনাগার ও এর পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ;
(জ) বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট;এবং
(ঝ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা।

যে সকল H.S.Code এর শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হলোঃ

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1.	1302.20.00	Pectic substances	15%	7.5%
2.	2501.00.24	Salt in bulk	25%	7.5%
3.	2501.00.91	Denatured salt (coloured)	25%	15%
4.	2513.20.00	Emery natural abrasives	15%	7.5%
5.	2519.90.00	Other carbonates	15%	7.5%
6.	2709.00.00	Crude Petroleum oils	25%	7.5%
7.	2710.11.11	Refined Oil	25%	15%
8.	2710.11.19	Refined Oil	25%	15%
9.	2710.11.20	Refined Oil	25%	15%
10.	2710.11.31	Refined Oil	25%	15%
11.	2710.11.32	Refined Oil	25%	15%
12.	2710.11.41	Refined Oil	25%	15%
13.	2710.11.42	Refined Oil	25%	15%
14.	2710.11.43	Refined Oil	25%	15%
15.	2710.11.49	Refined Oil	25%	15%
16.	2710.11.61	Refined Oil	25%	15%
17.	2710.11.62	Refined Oil	25%	15%
18.	2710.19.11	Refined Oil	25%	15%
19.	2827.31.00	Magnesium choloride	15%	7.5%
20.	3814.00.00	Organic composite solvents	25%	15%
21.	3824.90.90	Other chloroparafin wax	25%	15%
22.	3926.90.80	Cot and Apron	25%	15%
23.	4823.20.00	Filter paper and paperboard	15%	7.5%
24.	5202.99.10	Cotton Waste	7.5%	0%
25.	7217.30.00	Wire of other base metals	25%	15%
26.	7225.19.00	Other silicon-electrical steel	15%	7.5%
27.	7803.00.10	Hollow bars	15%	7.5%
28.	7803.00.90	Other bar	15%	7.5%
29.	8407.34.91	Bus or Truck CNG engine	25%	15%
30.	8408.20.31	Bus or Truck CNG engine	25%	15%
31.	8517.30.10	Telephonic machinery	15%	7.5%
32.	8517.30.90	Telephonic machinery	15%	7.5%
33.	8525.20.23	Cellular/Mobile telephone	1500 Tk.	300 Tk.
34.	8540.11.10	CRT for TV	25%	15%
35.	8544.11.00	Winding wire of copper	25%	15%
36.	9608.99.10	Ball points for ball point pen	15%	7.5%

পরিশিষ্ট-'খ-২'

যে সকল **H.S.Code** এর শুল্কহার বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হলো ঃ

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1.	Heading 16.04	Prepared or preserved fish; caviar	15%	25%
2.	Heading 16.05	Molluscs and other aquatic prepared or preserved	15%	25%
3.	2106.90.90	Other food preparations	15%	25%
4.	2601.11.00	Iron ore	0%	7.5%
5.	2601.12.00	Iron ore	0%	7.5%
6.	2601.20.00	Iron ore	0%	7.5%
7.	3811.90.00	Other Anti-knock preparations	7.5%	15%
8.	4903.00.00	Drawing or colouring books	0%	7.5%
9.	4904.00.00	Music, printed or in manuscript	0%	7.5%
10.	5605.00.20	Lumi lurex yarn	7.5%	15%
11.	6112.11.00	Track suits of cotton	15%	25%
12.	6112.20.00	Ski suits	15%	25%
13.	6211.20.00	Ski suits	15%	25%
14.	7019.90.10	Glass wool blanket	7.5%	15%
15.	7211.29.10	Carbon steel strips	0%	7.5%
16.	7211.29.20	Carbon steel strips	7.5%	15%
17.	Heading 72.16	Angles, shapes and sections of iron	7.5%	15%
18.	7408.11.00	Copper wire	15%	25%
19.	7605.11.00	Aluminium wire	15%	25%
20.	8408.90.11	Engines of capacity 3 to 45 HP	0%	7.5%
21.	8413.50.20	Low lift pump for swimming pools	7.5%	15%
22.	8413.60.20	Low lift pump for swimming pools	7.5%	15%
23.	8413.70.20	Low lift pump for swimming pools	7.5%	15%
24.	8413.70.40	Low lift pump for swimming pools	7.5%	15%
25.	8413.81.20	Low lift pump for swimming pools	7.5%	15%
26.	8413.91.10	Low lift pump for swimming pools	7.5%	15%
27.	8426.41.10	Works trucks fitted with crane	7.5%	25%
28.	8427.20.00	Other self-propelled trucks	7.5%	15%
29.	8427.90.00	Other trucks	7.5%	15%
30.	8470.50.00	Cash registers	0%	15%
31.	8481.80.91	Taps, cocks, valves	15%	25%
32.	8504.40.10	Mobile and other battery charger	7.5%	15%
33.	8504.90.10	Static converters	15%	25%
34.	8541.40.00	Photosensitive semi-conductor	0%	15%
35.	8703.32.95	Vehicle 1500 cc- 1649 cc in CKD	15%	25%
36.	8703.32.96	Vehicle exceeding 1649 cc in CKD	15%	25%
37.	8705.40.00	Concrete-mixer lorries	7.5%	15%
38.	8705.90.00	Other special purpose vehicle	7.5%	15%
39.	Heading 87.08	Tractor Parts	0%	15%
40.	Heading 89.08	Scrap Vessel	800 Tk.	1000 Tk.

পরিশিষ্ট-‘খ-৩’

যে সকল **H.S.Code** এর উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক **(SD)** প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হলো ঃ

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1.	1702.40.00	Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar	15%	0%
2.	2515.20.00	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster	15%	0%
3.	2710.11.11	Refined Oil	15%	0%
4.	2710.11.19	Refined Oil	15%	0%
5.	2710.11.20	Refined Oil	15%	0%
6.	2710.11.31	Refined Oil	15%	0%
7.	2710.11.32	Refined Oil	15%	0%
8.	2710.11.41	Refined Oil	15%	0%
9.	2710.11.42	Refined Oil	15%	0%
10.	2710.11.43	Refined Oil	15%	0%
11.	2710.11.49	Refined Oil	15%	0%
12.	2710.11.61	Refined Oil	15%	0%
13.	2710.11.62	Refined Oil	15%	0%
14.	2710.19.11	Refined Oil	15%	0%
15.	6110.12.00	Of kashmir (cashmere) goats	15%	0%
16.	6110.19.00	Other fine animal hair	15%	0%
17.	6112.11.00	Track suits of cotton	15%	0%
18.	6112.20.00	Ski suits	15%	0%
19.	6211.20.00	Ski suits	15%	0%
20.	8519.10.10	Coin-or disc-operated record-players in CKD	15%	0%
21.	8519.21.10	Other record-players without loudspeaker in CKD	15%	0%
22.	8519.31.10	Turntables (record-decks) With automatic record changing mechanism in CKD	15%	0%
23.	8519.31.20	Turntables (record-decks) With automatic record changing mechanism in CBU	15%	0%
24.	8519.40.10	Transcribing machines in CKD	15%	0%
25.	8519.40.20	Transcribing machines in CBU	15%	0%
26.	8519.93.10	Other Pocket size cassette player sound reproducing apparatus in CKD	15%	0%
27.	8519.99.10	Other sound reproducing apparatus in CKD	15%	0%
28.	8520.10.10	Dictating machines not capable of operating without an external source of power in CKD	15%	0%
29.	8520.20.10	Telephone answering machines in CKD	15%	0%
30.	8527.12.90	Pocket-size radio cassette-players in CKD	15%	0%
31.	8527.21.20	Combined with sound recording or reproducing apparatus: in CKD	15%	0%

পরিশিষ্ট-'খ-৪'

যে সকল H.S.Code এর উপর নতুন করে সম্পূরক শুল্ক (SD) আরোপ করার প্রস্তাব করা হলো ঃ

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1.	1902.19.00	Pasta, uncooked	0%	65%
2.	1904.10.00	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals	0%	65%
3.	2201.10.00	Mineral waters and aerated waters	0%	35%
4.	2201.90.00	Other water	0%	35%
5.	2501.00.23	Salt boulder for crushing and salt in bulk	0%	35%
6.	2501.00.99	Other salt	0%	35%
7.	2915.70.32	Sodium salt of palmitic acid (soap noodle) imported by other	0%	35%
8.	3208.20.90	Paint imported by Other	0%	20%
9.	3402.90.10	Detergents	0%	20%
10.	5801.90.90	Woven pile fabrics and chenille fabrics	0%	20%
11.	5903.10.90	Other plastic laminated fabrics	0%	20%
12.	5903.20.90	Other plastic laminated fabrics	0%	20%
13.	8212.20.19	Stainless steel blade	0%	20%
14.	8212.20.90	Other Safety razor blades	0%	20%
15.	8504.32.00	Transformer	0%	20%
16.	8504.33.00	Transformer	0%	20%
17.	8714.92.10	Wheel rims of bicycle	0%	20%
18.	9401.61.00	Upholstered Seats, With Wooden Frame	0%	35%
19.	9405.10.10	Chandelier & Oth. Electric Ceiling Or Wall Lighting Fitting, Spotlight	0%	20%
20.	9405.10.90	Chandeliers & Oth. Elec. Ceiling Or Wall Lighting Fittning(Exc.Spotlights)	0%	20%
21.	9405.20.00	Electric Table, Desk, Bedside Or Floor-Standing Lamps	0%	20%
22.	9405.40.90	Other Elec. Lamps & Lighting Fittings, Nes	0%	20%
23.	9405.99.00	Parts Of Heading No.94.05 Of Other Materials	0%	20%
24.	9504.40.00	Playing cards	0%	35%

পরিশিষ্ট-'গ'

২০০৫-২০০৬ বাজেটে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়) এর প্রস্তাবনা

১। **মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর সংশোধন —**

(১) ধারা ২ এ দফা (য) এ ''স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়'' এবং দফা (র) এ ''বিভাগীয় কর্মকর্তা''র সংজ্ঞায় বৃহৎ করদাতা ইউনিট (Large Tax Payers Unit) এর ''স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়'' এবং ''বিভাগীয় কর্মকর্তা'' অন্তর্ভুক্ত করা।

(২) ধারা ১৩ সংশোধনক্রমে রপ্তানির বিপরীতে কোন নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণের হার সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণের বিধান সম্বলিত নতুন উপ-ধারা ১ক সংযোজন।

(৩) (ক) মূল্য সংযোজন কর আইনে লঘু দন্ডের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জরিমানা পঁচিশ হাজার টাকার স্থলে দশ হাজার টাকা নির্ধারণ এবং এজন্য ধারা ৩৭(১) সংশোধন।

(খ) ধারা ৩৭(২) এর দফা (ঞঞঞ) এ ''সেবা'' সংযোজন।

(৪) সরকারের পাওনা আদায়ে সহায়তার উদ্দেশ্যে এক মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক অপর মূসক কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানোর বিধান ধারা ৫৬(১) এর দফা (ক) -তে অন্তর্ভুক্তকরণ।

২। **মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১**

(১) বিধি ২ এর দফা (ঞ) -তে ''সুপারিনটেনডেন্ট'' এর সংজ্ঞায় বৃহৎ করদাতা ইউনিট (Large Tax Payers Unit) এর ''সুপারিনটেনডেন্ট'' অন্তর্ভুক্তকরণ।

(২) বিধি ১৭ক (১) এর শর্তাংশের দফা (ক) তে কোন পণ্য নষ্ট বা ব্যবহার অযোগ্য হলে বা সরবরাহের প্রকৃতি পরিবর্তিত হলে ঐ পণ্য কারখানায় ফেরত প্রদানের সময়সীমা ত্রিশ দিন থেকে বৃদ্ধি করে নব্বই দিনে বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩। **মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত অন্যান্য প্রজ্ঞাপন**

(১) মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি ঃ

ক) Iron Ore, Petroleum Bitumin, Magnesium Sulphates (Fertilizer), Zinc Sulphates (Fertilizer), Disodium Tetraborates (Fertilizer), Waste Paper, Infusion set with or without IV fluid bag এর আমদানি পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি।

খ) শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্যাস ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ৮০% এবং ওয়াসা বিলের ক্ষেত্রে ৬০% হারে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির সুবিধা ভোগ করছে। শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। তাদেরকে আমদানি ও রপ্তানি উভয় পর্যায়ে বীমা, সিএন্ডএফ এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, শিপিং এজেন্ট এবং বন্দর সেবার উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রেও অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

(গ) চাল, রাসায়নিক সার এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার্য insecticides, fungicides, pesticides, anti-sprouting products, plant growth regulator এবং disinfectants এর ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপিত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি।

(২) শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করের ৮০% এবং ওয়াসা বিলের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করের ৬০% প্রত্যর্পণের বিধান করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের আমদানি ও রপ্তানি উভয় পর্যায়ে বীমা ও সিএন্ডএফ এজেন্টের ক্ষেত্রে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করের ১০০% এবং টেলিফোনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করের ৬০% প্রত্যর্পণের বিধান করা হয়েছে।

৪। **২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের বাজেটে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ও আদেশ ঃ**

১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৫০-আইন/২০০৫/৪৪১-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫ খৃঃ

২) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৫১- আইন/২০০৫/৪৪২-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫খৃঃ

৩) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৫২-আইন/২০০৫/৪৪৩-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫ খৃঃ

৪) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৫৩-আইন/২০০৫/৪৪৪-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫ খৃঃ
৫) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৫৪- আইন/২০০৫/৪৪৫-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫খৃঃ
৬) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৫৫-আইন/২০০৫/৪৪৬-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫ খৃঃ
৭) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৫৬-আইন/২০০৫/৪৪৭-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫ খৃঃ
৮) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৫৭- আইন/২০০৫/৪৪৮-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫খৃঃ
৯) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৫৮-আইন/২০০৫/৪৪৯-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫ খৃঃ
১০) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৫৯-আইন/২০০৫/৪৫০-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫ খৃঃ
১১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৬০-আইন/২০০৫/৪৫১-মূসক, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫ খৃঃ
১২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং–০৬/মূসক/২০০৫, তারিখ ঃ ৯ জুন, ২০০৫ খৃঃ